ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 07 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

42

শিক্ষাঙ্গন

ভোলা কলেজের সমস্যা

ভোলার সর্বোচ্চ শিক্ষাপীঠ ভোলা সরকারী কলেজ বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

১৯৬২ সনে ১৬ একর জমির উপর ভোলা কলেজ প্রতিষ্ঠালাভ করে। ১৯৭৯ সনে কলেজটিকে সরকারীকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কলেজ থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগলাভ করে আসছে। সরকারীকরণের পর বদলীজনিত কারণে অনেক শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে পড়ে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে পড়া-লেখায় মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে ৭৮টি পদের মধ্যে ভাইস প্রিন্সিপ্যালসহ ৩৯টি শিক্ষকের পদ খালী পড়ে আছে। এর মধ্যে ১৭ জন সহযোগী অধ্যাপকের সবক'টি পদ শূন্য। এছাড়া সহকারী অধ্যাপক ৭ জন, প্রভাষক ১১ জন ও ৩ জন প্রতিপাদক দীর্ঘদিন যাবত নেই। ভূগোল, দর্শন ও পদার্থবিদ্যায় ১ জন করে শিক্ষক আছেন। অপর দিকে ৬ জন তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীর মধ্যে একাউন্টেন্ট ও টাইপিস্টসহ ৪ জন কর্মচারী নেই। ৫০ জন ছাত্রের অবস্থানের মত ১টি ছাত্রাবাস আছে। বর্তমানে ছাত্রাবাসে স্থান সংকুলান না হওয়ায় শতাধিক ছাত্র বাইরে থাকে। ফলে এসব ছাত্রের পড়া-লেখায় বিঘ্ন ঘটছে। ছাত্রী নিবাস না থাকাতে অনেকেই পড়া-লেখা করতে পারছে না। কলেজের মিলনায়তন নেই। ফলে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বেষ্টনী দেওয়াল অদ্যাবধি নির্মিত না হওয়ায় কলেজের বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পড়া-লেখার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। গতবছর কলেজ ভবনের জলছাদ পুনরায় করা হলেও বর্তমানে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ছে।

উপকূলবর্তী কলেজসমূহের মধ্যে ভোলা কলেজেই অধিকসংখ্যক বিষয় চালু আছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা পছন্দমত বিষয়ে লেখা-পড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষকদের বর্তমান শূন্য পদ পূরণ করা হলে বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, সমাজকল্যাণ, ব্যবস্থাপনা এবং গণিত বিষয়ের যে কোন ৪টি বিষয়ে আসন্ন শিক্ষা বর্ষে অনার্স চালু করা সম্ভব। এক জরিপে দেখা গেছে, আসন্ন শিক্ষা বর্ষে ভোলা জেলার ২টি সরকারী কলেজসহ ৭টি কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৩ শতাধিক অনার্স পড়তে আগ্রহী। এদের মধ্যে উচ্চ মেধাসম্পন্ন সমান্যসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ পাবে। অন্যদের ভাগ্যে যা' হবার তা' অনুমেয়। এছাড়া ভোলাতে অনার্স চালু করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ কমে যাবে।

ভোলা সরকারী কলেজে পর্যাপ্ত শ্রেণী কক্ষ আছে। অনার্স চালু করতে শুধু দরকার শিক্ষকদের শূণ্য পদ পূরণ করা। উপকূলবর্তী জেলাগুলোর শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে অনার্স চালু করা প্রয়োজন।

মোঃ হুমায়ুন কবির